# 109246 - তাওয়াফের সময় কি বলবে?

প্রশ্ন

এই দোয়াগুলো একজন উমরাপ্রেমী সংকলন করেছেন। তিনি এগুলো উমরাকারীদের মাঝে বিলি করতে চাচ্ছিলেন। তিনি আপনাদের কাছ থেকে এর মধ্যে কোনটি সঠিক কোনটি ভুল তা জানার জন্য থেমে গেছেন। এ যিকিরগুলোর মধ্যে রয়েছে যা উমরাকারীর প্রয়োজন: তাওয়াফকালে যা বলতে হয়, আল্লাহ্‌র হামদ ও স্তুতি দিয়ে প্রথম চক্কর শুরু করা, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়া। এরপর দোয়া করা; মনোযোগ দিয়ে দ্বীনী দোয়াকে দুনিয়াবী দোয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আমাদের জানামতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাওয়াফকালে পঠিতব্য কোন দোয়া বা যিকির নাই; রুকনে ইয়ামনী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

দোয়াটি ছাড়া [মুসনাদে আহমাদ (৩/৪১১), সহিহ ইবনে হিব্বান (৯/১৩৪), মুস্তাদরাকে হাকেম (১/৬২৫)]

এবং হাজারে আসওয়াদ অতিক্রমকালে তাকবীর দেয়া ছাড়া।[সহিহ বুখারী (৪৯৮৭)]

পক্ষান্তরে অবশিষ্ট তাওয়াফে যিকির, দোয়া ও কুরআন তেলাওয়াত যে কোনটা করার এখতিয়ার রয়েছে।

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ (৩/১৮৭) গ্রন্থে বলেন:

“তাওয়াফের মধ্যে দোয়া করা, বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করা মুস্তাহাব। কেননা যিকির সর্বাবস্থায় মুস্তাহাব। আর এই ইবাদত পালনকালে সেটি আরও বেশি উত্তম। এ সময় আল্লাহ্‌র যিকির কিংবা কুরআন তেলাওয়াত কিংবা সৎ কাজের আদেশ কিংবা অসৎ কাজের নিষেধ কিংবা যা না হলে নয় এমন কিছু ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তা না-বলা মুস্তাহাব।”[সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন যেমনটি মাজমুউল ফাতাওয়াতে এসেছে (২৬/১২২): “তাতে (অর্থাৎ তাওয়াফে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নির্দিষ্ট কোন যিকির নেই; না তাঁর নির্দেশের মাধ্যমে, না তাঁর কথার মাধ্যমে, না

তাঁর শক্ষিাদানরে মাধ্যমে। বরং তনিি তাতে শরয়িতে উদ্ধৃত সকল দোয়া দয়িে দোয়া করতনে। অনকে মানুষ মীযাবরে নীচে পঠতিব্য যে নর্দিষ্টি দোয়ার কথা উল্লখে করে কংিবা এ জাতীয় অন্য যগেুলোর কথা বলে সে সবরে কোন ভত্তিি নইে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রুকনরে মাঝে তাওয়াফ শষে করতনে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

এ দোয়াটি বলে। যমেনভিাবে তনিি তার সকল দোয়া এর মাধ্যমে শষে করতনে। ইমামদরে সর্বসম্মতক্রিমে এর মধ্যে কোন ওয়াজবি দোয়া নইে।”[সমাপ্ত]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে যে, তনিি যখনই হাজারে আসওয়াদে আসতনে তখন তাকবীর দতিনে এবং রুকনে ইয়ামনেী ও হাজারে আসওয়াদরে মধ্যে বলতনে:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছ থকেে তাওয়াফরে প্রত্যকে চক্করে পঠতিব্য বশিষে কোন দোয়া বর্ণতি হয়নি।

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে, তাওয়াফকারী দুনয়িা ও আখরিাতরে কল্যাণরে যে দোয়া ইচ্ছা সে দোয়া করতে পারনে। শরয়িতসম্মত যে কোন যকিরি যমেন সুবহানাল্লাহ্ বলা, আলহামদু লল্লিাহ্ বলা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা কংিবা কুরআন তলোওয়াত ইত্যাদি করতে পারনে।”[সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/৩২৭)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।